সুন্দরবন থেকে কানেটিকাট 'মুক্তি'র নাম শঙ্কর

মধুমিতা দত্ত

একটা ছেলে ছোটবেলা থেকেই দেখেছিল তুমুল দারিদ্র্য। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। রোজ খবরের কাগজও পৌঁছয় না। তেমনই গ্রামে অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েও জীবনে কিছু করতে চেয়েছিল শঙ্কর হালদার।

আপাতত শঙ্করের ঠিকানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে র কানেটিকাটের হ্যামডেন। জন্মেছিলেন সুন্দরবনের রায়দিঘির পূর্ব শ্রীধরপুর গ্রামে। সেখানেই বড় হয়ে ওঠা। বাবা বিজয়কৃষ্ণ ফেরিঘাটে চালাঘরে চায়ের দোকান চালাতেন। মা বনমালা বিড়ি বাঁধতেন আর চায়ের দোকানের খদ্দেরদের জন্য মুড়ি, ছোলা-মটর ভাজতেন। অভাবের তাড়নায় খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় করেও বিক্রি করতেন। এই ভাবেই দিনযাপন। শঙ্কর আর তাঁর চার ভাই-বোন এরই মধ্যে চালিয়ে যেতেন পড়াশোনা। গ্রামের নগেন্দ্রপুর হেমন্তকুমারী হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর শঙ্কর উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল থেকে। এর পর গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স থেকে বি কম পাস করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শঙ্কর এম সি এ করেন। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সুন্দরবনের গণ্ডগ্রামের ছেলেটি এর পর ধীরে ধীরে পেয়েছেন পেশাগত সাফল্য। এখন চাকরি করছেন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এ। চাকরির জন্যই রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে । সঙ্গে স্ত্রী কৃষ্ণা, মেয়ে শ্রেয়সী।

কিন্তু, পেশাগত সাফল্য পেয়েই থেমে নেই শঙ্কর। গণ্ডগ্রামে মানুষ হয়ে শঙ্কর বুঝেছেন, জীবনে এগিয়ে যেতে এই সব অঞ্চলে কত সমস্যা। 'জানেন, এই সমস্যাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা অনেক সময় সফল হয় না। তার কারণ, আমাদের অনেকের নেতিবাচক মনোভাব, অশিক্ষা। এগুলো ভেঙে যদি বেরনো যায়, তা হলে আমার গ্রামের ছেলেরাও অনেক বড় হতে পারে। স্বপ্নটা ওদের দেখাতে হবে।' আর সেই স্বপ্ন দেখাতে চেয়ে শঙ্কর গড়ে তুলেছেন 'মুক্তি'। গ্রামের বেশ কিছু মানুষের উৎসাহ ও সহযোগিতায় 'মুক্তি' এগিয়ে চলেছে। ২০০৩-এ যাত্রা শুরু। দুটি গ্রাম নগেন্দ্রপুর এবং কঙ্কনদিঘিতে কাজ করছে মুক্তি। এখন পর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজার পাঠ্যপুস্তক এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রায় আড়াই হাজার গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য দিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত গ্রামের প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই বই পাচ্ছে মুক্তির কাছ থেকে। পড়া শেষে তা আবার ফেরত দিয়ে দিতে হয় 'মুক্তি'-তে। আবার অন্য ছাত্রছাত্রীরা তা পড়ার সুযোগ পায়। তৈরি করা হয়েছে ৪টি কোচিং সেন্টার। সেখানে ৮ জন শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে তালিম দেন ৪০০ ছাত্রছাত্রীকে। শঙ্কর জানালেন, 'এর পাশাপাশি মুক্তি ৮৮ জন মেধাবী অথচ হতদরিদ্র ছাত্রছাত্রীর সারাজীবনের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে।' শুধু শিক্ষা নয়, পাশাপাশি গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোটাও যে প্রয়োজন, শঙ্কর বুঝেছিলেন। এর মধ্যেই গ্রামে ৫০০টি শৌচাগার বানিয়ে দিয়েছে 'মুক্তি'।

'গ্রামে থেকে বুঝেছি, মানুষগুলোকে অনেক সচেতন করা প্রয়োজন।' মুক্তি-র এই কাজে শঙ্কর সঙ্গে পেয়েছেন মধুসূদন বৈরাগীকে। কলেজে পড়ার সময় হতদরিদ্র শঙ্করের দিকে এই মানুষটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। শঙ্কর সেই উপকারকে ভোলেননি। এ ছাড়াও মুক্তির কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁর দেশে-বিদেশে থাকা বহু বন্ধু। শঙ্করের একটাই কথা, 'কিছু করে যেতেই হবে। গ্রামের মানুষগুলোকে স্বপ্ন দেখাতেই হবে। বোঝাতে হবে, ওরাও পারে। ওরা কারও থেকে কম নয়।'